**পানি ও জলবায়ু পরিবর্তন**

তাসনিম রিদওয়ান

বাংলাদেশে যথোপযুক্ত গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত ‘বিশ্ব পানি দিবস’ প্রতি বছর ২২ মার্চ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে উদযাপিত হয়। বিশ্ব পানি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে “Water and Climate Change” অর্থাৎ “পানি এবং জলবায়ু, পরিবর্তন”। ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় এ দিবস উদযাপন করা হবে।

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলির মধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। এর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানিসম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানিসম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নিম্নভূমি নিয়ে হাওরাঞ্চল গঠিত। বর্ষাকালে ঢালের পানি জমে সহজেই এ নিম্নভূমি প্লাবিত হয়ে বন্যার রূপ নেয়। তাই প্রতিকূল অবস্থার কারণে হাওর জেলাগুলো উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে আছে। উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভৌগোলিক দিক থেকে তিনটি নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনসহ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা টেকসইভাবে সমুন্নত রাখতে কৃষি, পানি ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সরকার ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। ডেল্টা প্ল্যানভুক্ত প্রকল্পসমূহের কমবেশি শতকরা ৮০ ভাগ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে।

এছাড়াও বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির কারণে নদীর দু’কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে। আবার কোনো কোনো বছর খরাজনিত কারণে স্বল্প পানি প্রবাহের কারণে সেচ কাজে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না ফলে ফসল উৎপাদনে সমস্যা সৃষ্টি অর্থাৎ ফসল উৎপাদন কমে যায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়াও নদী ভাঙন হতে শহর রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে সরকার কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমুদ্র ও নদী অববাহিকায় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদীর তীর ভাঙন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়াও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদনদী ড্রেজিংসহ জলাবদ্ধতা নিরসন, নদনদীর নাব্যতা ও বহনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়ন এবং ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা, মোহনা, সমুদ্র ও নদী হতে ভূমি উদ্ধার, নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলভূমির উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে শ্রেণি বিভক্ত করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও অভীষ্ট এর সাথে সামঞ্জস্যতা নিরূপণ করা হয়েছে।

-২-

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগামী দশকগুলোতে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, পানির গুণাগুণ হ্রাস, লবণাক্ততা অনুপ্রবেশসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিবৃদ্ধি পেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় সার্বিকভাবে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, মৎস্য, বনায়ন, জনস্বাস্থ্য, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত করে দেশে উন্নতির লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে দেশের পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ। বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উত্তীর্ণ করতে প্রধান দু’টি চালিকা শক্তি হচ্ছে পানি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং দেশের ভিতরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে সকল কাজ করা হয়ে থাকে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নদনদীর অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ; সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ নিষ্কাশন এবং নদী ভাঙনের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান; সেচ, বন্যা পূর্বভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী; বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা; পানির লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নদীর ড্রেজিং, খাল খনন ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং বিপন্নতা মোকাবিলার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখা, দেশকে ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশে রূপান্তরের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ করে গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য।

#

১৯.০৩.২০২০ পিআইডি ফিচার